তমালের ভাবনা গুলো

কাইউম পারভেজ

রাত পোহালেই একুশ- একুশে ফেব্রুয়ারী। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ঘুম আসছে না তমালের। শুয়ে শুয়ে ভাবছে দেশের একুশের কথা। শহীদ মিনার, প্রভাত ফেরী, টিএসসির কথা। ভাবছে চৌষট্টি বছরেও কী সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু হয়েছে? প্রতি বছরেই সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আসে । কেউ মানে না আবার কেউ কেউ মানে হয়তো প্রথম দু'এক সপ্তাহ - তারপর শেষ। অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে ভাষা সৈনিক গাজীউল হক পেরেছিলেন আদালতে বাংলা ভাষা চালু করতে। আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এর পরিভাষার উপর তিনি কিছু বইও লিখে গেছেন। কিন্তু তমালের চোখ এখনো যেন আটকে আছে দেশের বেশ কিছু সাইনবোর্ডের উপর। বাংলা বানানের দূর্গতি দেখে আঁতকে উঠেছিলো। যেমন- 'এখানে অনেক যত্নের সাথে বুরু ফেলাক (ব্রু প্লাক) করা হয়"। উত্তরায় দেখেছিল " এখানে বেকা (বাঁকা) দাঁত সোজা করা হয় এবং পলস (ফল্‌স) দাঁত যত্নের সাথে লাগানো হয়। আরো মনে পড়ছে রাস্তা মরামতের কাজ চলিতেছে বিন্য (ভিন্ন) রাস্তায় হাটেন ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে ইংরেজী সাইন বোর্ডের ঝাঁকানাকা। কোনটা পুরো ইংরেজী কোনটা ইংরেজী বাংলা মিশ্রিত। একবার কোন জেলা শহরে যেন দেখেছিল- বাংলা অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা - অফিস অব দি সিভিল সার্জনের কার্যালয়।

তমাল ভাবে ঢাকায় এখন দু'জন মেয়র আছেন উত্তরে আর দক্ষিণে- ওঁদেরকে একটা ই-মেইল করে দেবে নাকি? কেন যেন মেয়রদ্বয়ের কাজে তমালের এক ধরণের আস্থা জন্মেছে। এঁরা চেষ্টা করছেন ঢাকা শহরটাকে একটা পরিচ্ছন্ন বাসপোযোগি আধুনিক শহর গড়তে। সমস্যা হলো কোথা থেকে এরা শুরু করবেন? চারিদিকেই সমস্যা এবং একটার থেকে অন্যটাকে খাটো বা কম গুরুত্বপূর্ণ বলে অবহেলা করা যাবে না। বড় সমস্যা হলো যাদের জন্য এই সব উন্নয়ন প্রচেষ্টা অর্থাৎ ঢাকাবাসি এঁরা সবাই সেই রাজার পুকুরে দুধ দেয়ার মত কাজ করছেন। রাজা হুকুম করলেন তাঁর পুকুরে সবাই নিয়মিত দুধ ঢেলে দেবে তাতে করে রাজার ইচ্ছানুসারে হয়ে যাবে একটা দুধের পুকুর। সবাই ভাবতে শুরু করলো আমার একঘটি দুধ না দিলেও রাজার পুকুর ভরবে তা ছাড়া আমি দিলাম কি দিলাম না তা রাজার পেয়াদারা বুঝতেই পারবে না। সবাই ভাবে আমি একজন অনিয়ম করে রিক্সা, গাড়ী, সিএনজি চালালে কিছুই হবে না অন্যরা মানলেই চলবে। ধরা পড়লে পুলিশের হাতে কিছু ধরিয়ে দিলেই চলবে।

কয়েক মাস আগে তমাল অল্প ক'দিনের জন্য ঢাকায় এসেছিলো। ঢাকাসহ সারা দেশের এগিয়ে যাওয়া দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। চারিদিকে যেভাবে উড়াল সেতু আর সংযোগ রাস্তা তাতে তমাল ভাবে ঢাকার প্রধান সমস্যা যানজট দূর হওয়া তো মাত্র সময়ের ব্যাপার। রাস্তায় নেমে দেখে এতো নতুন নতুন সেতু রাস্তা থাকার পরও যানজটের কোন সুরাহা নেই। কারণ নিয়ম কেউ মানতে রাজি নন। মন্ত্রীর আমলার গাড়ী থেকে শুরু করে সিএনজি রিক্সা অবদি সবাই চায় আগে যেতে। তাড়াতাড়ি যেতে। সেই রাজার পুকুরের দুধ দেয়ার মত। আমি নিয়ম ভঙ্গ করলে কিছু হবে না অন্যেরা মানলেই হলো।

তমাল এবার নিজের চিন্তার বহর দেখে মনে মনে হাসে। কী ভাবছিলাম আর কোথায় এসে থামলাম। আবার ভাবে - না কোন অন্যায় কিছু তো ভাবছি না। যা কিছু ভাবছি এর সবটাই তো এসেছে একুশের প্রেরণা থেকে। মাতৃভাষায় কইবো গাইবো লিখবো আর নিয়ম কানুন মেনে একটা সুখী সম্বৃদ্ধ দেশ গড়বো। বাংলা ভাষার প্রাধাণ্য থাকবে সর্বত্র। আর থাকবে শুদ্ধভাবে লেখা সব বাংলা সাইনবোর্ড। ওকে পড়তে হবে না "এখানে টেরনিং পিরাপ্ত (ট্রেনিং প্রাপ্ত) দরজি দারা পুল ফ্যান্ট সেলাই করা হয়।"

এতো গেল দেশের কথা। প্রবাসে শুদ্ধ বাংলা বানানের কি কোন অবকাশ আছে? হ্যাঁ আছে। বিভিন্ন বাংলা পত্রপত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে নানা অনুষ্ঠানের অথবা পণ্যের বাংলা বিজ্ঞাপন দেয়া হয় সেখানে বানানের বেশ বিভ্রাট চোখ পড়ে। সেদিকে একটু যত্নবান এবং সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

এমনি করে বার বার একুশের আগমনীর প্রয়োজন আমাদের বাঙালি সত্বার চেতনাকে নাড়া দেবার জন্য। তমালের চিন্তার ভাবনার এখানেই শেষ - ওর ঘুম পেয়ে গেছে। সকালে এ্যাশফিল্ড পার্কে একুশের মেলায় যেতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতি স্তম্ভে শ্রদ্ধা জানাতে হবে।